# অহিরা সঙ্গীত

( কপিলার পূর্ব জন্ম খণ্ড পূর্ব জন্মের কর্ম )

রচয়িতা = শ্রীপীতাম্বর মাহাত

উৎসাহী ও প্রচারক— শ্রীবানেশ্বর মাহাত

প্রচারকগণ— শ্রীসূর্য্য কান্ত মাহাত সাং নারায়নপুর

শ্রীনাথ ডোম ,,

শ্রীহেলু পরামানিক ,,

শ্রীমদন পরামানিক ,,

শ্রীনগেন মাহাত সাং টিমাংদা

ঠিকানা— নারায়নপুর ( বাগানডি )

পো:- সিন্দরী চাষ রোড

জেলা = পুরুলিয়া [ওয়েষ্ট বেঙ্গল]



প্রাপ্তিস্থান :-

শঙ্কর টেলার্স ও জনতা সেলুন [ চাষ রোড ]

পো:- সিন্দরী চাষ রোড, জেলা- পুরুলিয়া [ওয়েষ্ট বেঙ্গল]

চৌধুরী প্রিন্টার্স, ( বরাকর রোড ) পুরুলিয়া ।

সূচনা,

মানুষের তথা পৃথিবীর সর্ব জাতির সবার প্রিয় ও উপকারী প্রাণী গরু বা গোধন। তাঁর আদি জন্ম আমি গোয়ালা ভাষায় অহিরা সঙ্গীতে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি।

বন্ধুগণ, অহিরা সঙ্গীতের ভুল মাপ করিয়া গাহিয়া আমার পরিশ্রমকে সার্থক করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে অহিরা সঙ্গীতে রে, বাবু হো, হে, হো, গো, ইত্যাদি অহিরা সঙ্গীতের অন্তর্গত। অহিরায় ইহাদের আলাদা অর্থ হয় না। ইতি—

বিনীত

শ্রীপিতাম্বর মাহাত

মোট বার আনা দাম।
পড়ে বুঝে পুরাও মনস্কাম॥

ক্ষুদ্র কবির ক্ষুদ্র দাম।
পঁচাত্তর পয়সায় নিয়ে যান॥

মূল্য : ৭৫ পয়সা মাত্র।
৮ই আশ্বিন, ১৩৮৫ সাল।

## শ্রীশ্রী সন্তোষী মাতা

১। অহিরে—বন্দিদেব গনপতি, শিবের নন্দন রে বাবু হো,
বন্দি রাধা কৃষ্ণের চরণ।
দেব বিপ্র সাধুজন, আরও বন্দি গুরুজন,
বন্দি মাতা পিতারই চরণ॥

২। অহিরে ভারত বন্দনা করি জন্ম ভুমি দেশ রে বাবু হো,
কর মাতা কামনা পুরণ।
গোধনের উপাখ্যান, লিখি তার বিবরণ,
সংক্ষেপেতে করি মা বর্ণন॥

৩। অহিরে--দুধ ঘৃত ছানা ক্ষীর, যে যোগায় রে বাবু হো,
যেবা হয় মায়ের সমান।
সন্তুষ্ট করয়ে মাতা, দেবতা সকল গো,
পবিত্র করয়ে সর্বস্থান॥

৪। অহিরে--মানুষ উদ্ধার জন্যে, মর্ত্তে আগমন রে বাবু হো,
কর্ম রয় তাহার উপর।
অনাহারে রহে তারা, সর্ব দিন কাঁধে টাড়া,
কষ্ট সয্য করয়ে অপার॥

৫। অহিরে--গোয়ালা ভাষায় ইহা, রচনা রে বাবু হো,
ভুল ভ্রান্তি করিবে মার্জ্জন।
পর উপকার করে, গাইকে সন্তান গো,
লিখি তার জন্ম বিবরণ॥

৬। অহিরে--নৈমিষ বনেতে রহে, যত মুনি গন রে বাবু হো,
সভা করি বসে সর্বজন।

এ হেন সময়ে সেই বনের ভিতরে গো,
সোতি মুনি করয়ে গমন ॥

৭। অহিরে--কুশল জিজ্ঞাসা করে, শোন মুনি বাবু হো,
কহে কথা মধুর বচন।
তারকা বেষ্টিত যথা, রয় শশধর গো,
তেমন বেষ্টিত মুনিগণ ॥

৮। অহিরে--তত্ত্বদর্শি বিজ্ঞ তুমি, অতি সাধু জন রে বাবু হো,
ভাগ্যবশে তব দরশন।
হারায়ে কলির বসে, সর্ব তত্ত্বজ্ঞান হে,
ধর্ম্ম কথা করাও শ্রবণ ॥

৯। অহিরে--কৃপা করি কহ কথা, জীবের জনমরে বাবু হো,
করমুনি গোলক বর্ণন।
শুনিতে বাসনা বড় কপিলার জনম,
কেমনেতে হইল সৃজন ॥

১০। অহিরে -সংক্ষেপে বর্ণনা করে, সোতি মুনি বাবু হো,
গোলক হয় মণ্ডল আকার।
ত্রিকোটী যোজন যার, গোলক হয় বিস্তার,
উজ্জলিত রহে চিরকাল ॥

১১। অহিরে--অন্তরীক্ষে অবস্থিত, গোলক নগর রে বাবু হো;
দুঃখ নাহি সদা সুখময়।
ব্যাধি নাই জরা নাই নাহি মৃত্যু ভয় গো,
ভূমি হয় সর্ব রত্ন ময় ॥

১২। অহিরে-যোজন পঞ্চাশ কোটী, গোলক দক্ষিণে রে বাবু হো,
অবস্থিত বৈকুণ্ঠ নগর।
এক কোটী যোজন হয় বৈকুণ্ঠ বিস্তার গো,
চারি দিকে হয় গোলাকার॥

১৩। অহিরে--তার বাম দিকে হয়, কৈলাস রে বাবু হো,
দেখিতে হয় অতীব সুন্দর।
মহাদেব রহেতথা আনন্দিত মনে গো,
হরষিত হৈল পীতাম্বর॥

১৪। শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরী হয়, গোলক উপরে রে বাবু হো,
তথা রহে দেব নারায়ণ।
সৃষ্টি কালে নারায়ণ কমলার সনে গো,
বিরাজ করেন দুইজন॥

১৫। অহিরে--হেনস্থান নাহি আর, ভুবন মাঝারে বাবু হো,
স্থানে স্থানে রয় দেবালয়।
কত শোভা হয় তাহা কে বর্ণিতে পারে হে,
প্রলয়ে বিনাস নাহি পায়॥

১৬। অহিরে--শ্যাম রূপ ধরি দেব, নারায়ণ বাবু হো,
বসে সিংহাসনের উপর।
রতন কিরীটী শোভে, মস্তক উপরে গো,
চন্দন ভুষণ কলেবর॥

১৭। অহিরে--জলহীন বায়ুহীন, জীবহীন বাবু হো,
শষ্য তৃণ কিছু মাত্র নাই।
নাহি বৃক্ষ নাহি ধাতু নাহিক সাগর গো,
জঙ্গম পদার্থ হীন তাই॥

১৮। অহিরে--ইহা দেখি একমাত্র সেচ্ছাময় হরিরে বাবু হো,
স্থষ্টি হেতু চিন্তা করে তাই।
নানা জীব স্থষ্টি করে, বৈকুণ্ঠ ভিতরে গো,
নানা জীবের হইল উদয় ॥
১৯। অহিরে—গোলক নগর তখন, অন্ধকার বাবু হো,
একা হরি রহেন তথায়।
রাস মঞ্চ তৈরী করে গোলক ভিতরে গো
তাহা দেখি লাগে চমৎকার।
২০। অহিরে—স্থানে স্থানে কল্পতরু করেন রোপনরে বাবু হো,
রতনে মণ্ডিত সর্বঠাঁই।
কি দিব তুলনা তার কেবা কোথা পায়গো,
কত দ্রব্য বলা নাহি যায় ॥
২১। অহিরে—তিন কোটী রাস মঞ্চ, হইল নির্মানরে বাবু হো,
সোনার প্রদীপ থারাথার।
নব তৃণ নব দুব্যা, অতি সশোভন গো,
সোরভ পূর্ণ গোলক নগর ॥
২২। অহিরে-- একদিন নিরঞ্জন, গোলকবিহারী রে বাবু হো,
বসিলেন মঞ্চের উপর।
যেমন বসিল হরি, মঞ্চের উপরে গো,
জন্মে এক নারী মনোহর ॥
২৩। অহিরে - প্রভুর ইচ্ছায় হৈল, নারীর জনম রে বাবু হো,
রূপের তুলনা নাহি যায়।
বাম পার্শ্বে জন্মে, সেই পরমা সুন্দরী গো,
অলংকারে পরিপূর্ণ রয় ॥

২৪। অহিরে—নবীনা যুবতী সেই, কূলবতী বাবু হো,
পরিধানে সুনীল বসন।
ললাটে সিঁন্দুর ফোটা, অতি চমৎকার গো,
গলে মুক্তা অতি সশোভন ॥
২৫। অহিরে--রাধিকা তাহার নাম জগৎ মোহিনী রে বাবু হো,
কৃষ্ণপদে মতি রয় তার।
কৃষ্ণ বামে বসে সেই, পতি মনে করি গো
কোটি কোটি করে নমস্কার ॥
২৬। অহিরে--পতিরে পাইয়া ধনী, আনন্দে মোগন রে বাবু হো
ঘনে ঘনে পতি মুখে চায়।
তাহা দেখি পীতাম্বর ভাবে মনে মনে গো
দেখি যেন ঐ রাঙ্গা চরণ।
২৭। অহিরে রাধিকার লোম কূপে, গোপী জন্মে বাবু হো,
গননাতে লক্ষ্য কোটী হয়।
পরমা সুন্দরী সবে দেখিতে সুন্দর গো
পরিপূর্ণ গোলক আলয়।
২৮। অহিরে--কৃষ্ণ লোমকূপে জন্মে, লক্ষ কোটী গোপরে বাবুহো
সকলের নবীন যোবন।
গোপিকা পাইয়া মত্ত, যত গোপগন গো,
আনন্দে মোগন সর্বক্ষন ॥
২৯। অহিরে--হরি অঙ্গে হইতে জন্মে কাম ধেনু গাভীরে বাবু হো
অঙ্গ হইতে হইল সৃজন।
গোলকেতে রহে সেই মাইত সুরভি গো
আনন্দেতে করে বিচরণ।

৩০। অহিরে--কাম ধেনুর জন্ম হয়, গোলকেতে বাবু হো,
কাম ধেনু কপিলা সে হয়।
পরিবর্তন হয় সময় বিশেষে গো
বিধির বিধান বুঝা দায়।
৩১। অহিরে--পরে দক্ষ্য কন্যা হয়, কামধেনু বাবু হো,
তখন কপিলা নাম তার।
যুগ অবসানে জন্ম, পৃথিবীতে লয় গো,
দেবতার লীলা বুঝা ভার।
৩২। অহিরে--যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই নারায়ণ বাবু হো,
যুগে যুগে তিনি অবতার।
যখন যা হয় তাহা, সময়ে সময়ে গো,
রূপ ধরি করয়ে উদ্ধার॥
৩৩। অহিরে--মরিচীর পুত্র হয়, কস্যপ মহামুনি রে বাবু হো,
কপিলার পতি সেইজন।
প্রত্যক্ষ দেবতা হয় মাইত কপিলা গো,
কর সবে আনন্দে পূজন॥
৩৪। অহিরে--কপিলার গর্ভে জন্মে, গো মহিষ গনরে বাবু হো,
পুরানেতে করয়ে প্রমান।
পরে বংশ বাড়ি যায়, জগৎ ভিতর গো,
গৃহে গৃহে করে অবস্থান॥
৩৫। অহিরে- কপিলার জন্ম খণ্ড, হইলরে বাবু হো,
হরি হরি বল সর্বজন।
সোতি মুনি কহে বানী, শ্রবন করয়ে মুনি,
করে সবে হরি গুন গান॥

৩৬। অহিরে- উপকারে নাই ভুলনা, কপিলার বাবু হো,
ছায়ে মায়ে উভয়ে সমান।
দুধ দেয় ঐ সংসারে, সন্তানেতে কর্ম করে,
নাহী জীব ইহার সমান ॥
৩৭। অহিরে- গোধন শরীরে রয় গোলচন রে বাবু হো,
হয় সেই মহা মূল্যবান
চামড়া সিং হইতে হয়, বহু উপকার গো,
গোবরের নিত্য প্রয়োজন।
৩৮। অহিরে--এক বাঁটে তুষ্ট করে এ সপ্ত পাতালরে বাবু হো,
দুই বাঁটে অষ্ট লোক পাল।
তিন বাঁটে তুষ্ট হয় ব্রহ্মা মহেশ্বর গো
চতুর্থেতে করে ধরাতল।
৩৯। অহিরে--গোধনের আদি জন্ম গোলকেতে হয় রে বাবুহো
হরি অঙ্গ হতে সৃজন
ভনে পীতাম্বর গায়, পালা সমাপন হয়
কর সবে গোধন পূজন।
৪০। অহিরে-- একদিন নারদেতে, কৃষ্ণ প্রতি কয় রে বাবু হো,
শুন প্রভু আমার বচন।
একদন্ত কেন হয়, শিবের নন্দন গো,
কহ কথা করিব শ্রবন ॥
৪১। অহিরে-- নারদের কথা শুনি, প্রভু নারায়ণ রে বাবু হো,
ধীরে ধীরে করেন উত্তর।
রাজা কার্ত্ত বির্জাজুর্ন, মৃগয়া করিতে যান,
প্রবেশায় বনের ভিতর ॥

৪২। অহিরে--ভ্রমণ করেন রাজা, সৈন্যসহ বাবু হো,
মৃগয়া করিতে যায় দিন।
রাত্রি আগমন হলে রহে তাহা বৃক্ষডালে,
বহু কষ্টে করেন ক্ষেপন ॥
৪৩। অহিরে--প্রভাতে সময়ে তারা ঘর মুখে যায় রে বাবু হো,
ক্ষুদাতে কাতর সর্বজন।
ধীরে ধীরে তারা চলে, মুখে মৃদু মৃদু বলে,
চলি যায় মুনির ভবন ॥
৪৪। অহিরে-উপনীত হৈল যথা, যম দগ্নি মুনিরে বাবু হো,
কহে সবে রাত্রের ঘটন।
শুনিয়া রাজার কথা, সেই মুনিবর গো,
দুঃখিত হইল তার মন ॥
৪৫। অহিরে-রাজার শুনি বচন, যম দগ্নি বলে রে বাবু হো
শুন রাজা আমার বচন।
অদ্যকার দিন রহ, আমার আশ্রমে হে
অতিথিরে করাব ভোজন ॥
৪৬। অহিরে-শুনিয়া মুনির কথা, মহারাজ অর্জ্জুন বাবু হো
আনন্দেতে রহে সর্বজন।
স্থির ভাবে রহে তারা, যত অনুচর গো,
চিন্তান্বিত মুনির জীবন।
৪৭। অহিরে মুনির আশ্রমে ছিল কামধেনু গাভী রে বাবু হো
তাহার নিকটে চলি যায়।
মৃদু ভাষে কহে মুনি, উপায় কর জননী,
রক্ষা কর বিপদে আমায় ॥

৪৮। কার্তবীর্য্য রাজা আসে আমার আশ্রমে রে বাবু হো
সঙ্গে আসে অনুচরগণ।
তাদের অবস্থা দেখি আশ্রমে তাদেরেই রাখি
আসি মাতা তোমার সদন ॥
৪৯। মুনির বচন শুনি সুরভি তখন রে বাবু হো,
কহে চিন্তা কিসের কারণ।
আমি বর্তমানে তব নাহি কিছু ভয় গো
যা কহিবে করিব এখন ॥
৫০। অহিরে--স্বীকার করিল গাই, মুনির বচন রে বাবু হো;
তোমার যা হবে প্রয়োজন।
দ্রব্যবস্তু সহ যত, প্রয়োজন হয় গো,
তা সকল করিব প্রদান ॥
৫১। অহিরে--চব্য-চষ্য লেহ্য পেয়, এচারি খাবার হয় বাবু হো
ব্যঞ্জনের তুলনা না যায়।
অল্পক্ষণে হয় সেই, রন্ধন সকল গো,
সকলেতে বিস্ময় মানয় ॥
৫২। অহিরে--দধিদুগ্ধ ছানা ঘৃত, পল্লান্ন পায়স রে বাবু হো
তার মধ্যে হয়—ইক্ষুরস।
রাজ ভোগ মোহন ভোগ, আর কত নাম লব,
পরিপূর্ণ কনক কলস ॥
৫৩। অহিরে হিরামনি দিয়া তৈরী সিংহাসন বাবু হো,
নানা থাল গালিচা আসন।
মূল্যবান দ্রব্য দিয়া নির্মিত সকল গো,
দেখিলে মন করে উচাটন ॥

৫৪। অহিরে--কত শত রত্ন মনি আশ্রমে হইল রে বাবু হো,
রত্নময় পান পাত্র আর।
মহামূল্য দ্রব্য আদি, হৈল আগমন রে,
দেখি মুনি আনন্দ অন্তর ॥

৫৫। অহিরে--ইচ্ছামত তৈরী দেখি মুনিবর বাবু হো,
ধন্য মাতা জনম তোমার।
এমহা বিপদে তুমি রাখিলে আমায় গো,
কৃপা করি করিলে উদ্ধার ॥

৫৬। অহিরে-সকলকে ডাকয়ে মুনি, আনন্দিত হয়ে বাবু হো,
কর সবে আনন্দে ভোজন।
আমি অতি অল্প মতি, দয়া কর নর পতি,
করিয়াছি ক্ষুদ্র আয়োজন ॥

৫৭। অহিরে-খাও খাও লহ লহ, এই রব হয় রে বাবু হো,
যাহার যে খাদ্য রুচি হয়।
চব্য চষ্য লেহ্য পেয়, এ চারি খাবার হয়,
আনন্দেতে করয়ে ভোজন ॥

৫৮। অহিরে--খাদ্যের অবস্থা দেখি, নরপতি বাবু হো,
বিস্ময় হইল নররায়।
থাকিবার ঘর নাই, বন মধ্যে হয় ঠাঁই,
কেমনে যোগাড় হৈল তাই ॥

৫৯। অহিরে--ভোজন করিয়া উঠে, সর্বজন বাবু হো,
জল পান করয়ে গ্রহণ।
ঋষি হৈয়া রত্ন মনি, কোথায় পাইল গো,
তাথে হয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥

৬০। আজ্ঞা করে মন্ত্রিবরে তল্লাস করিতে রে বাবু হো,
দেখ তারে করিয়া সন্ধান।
বনবাসী হৈয়া মুনি, কি রূপে পাইল গো,
সে সকল দেখয়ে এখন ॥

৬১। অহিরে--রাজার আদেশ মত, মন্ত্রিবর বাবু হো,
চলিযায় আশ্রম ভিতর।
নিরখিয়া দেখে সেই, আশ্রম মাঝারে গো,
অগ্নি কুণ্ড দেখে মন্ত্রিবর ॥

৬২। অহিরে-অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে মুনি শিষ্যগণ রে বাবু হো,
করে সবে বেদ অধ্যয়ন।
গাছের বাকল পরি মুনির রমনী গো
যোগাসনে রয় বিদ্যমান ॥

৬৩। অহিরে--কুটির বাহিরে দেখি, সুরভিরে বাবু হো,
রূপের তুলনা নাহি যায়।
শ্বেত বর্ণ দেহ কিবা, আহা মরিমরি গো,
এই কথা কহে মন্ত্রিবর ॥

৬৪। অহিরে-তাহার গুনের কথা, কহিতে নাপারি রে, বাবু হো
শুনিলে আশ্চর্য্য হয় মন।
অনুপম গুন তার, অহে মহাশয় হে,
সত্য কহি এসব বচন ॥

৬৫। অহিরে-মন্ত্রির শুনিয়া কথা, নর পতি বাবু হো,
প্রতিজ্ঞা করিল হে রাজন।
প্রথমে করিব ভিক্ষা, মুনির সদন হে,
নানা কথা বুঝাব তখন ॥

৬৬। অহিরে—সুরভি না দেয় যদি, ঋষিবর বাবু হো,
সত্য করি কহিনু এখন।
বলেতে লইব গাভী, কহিনু তোমায় হে,
মিথ্যা নহে বাক্য কদাচন ॥
৬৭। অহিরে—নারায়ন কহে বানী, নারদেরে বাবু হো,
কালের গতিক বুঝা দায়।
কালবশে ভ্রমে জীব, সংসার ভিতরে গো,
সে গতি কেও বুঝিতে না পায় ॥
৬৮। অহিরে—কাল বশে পড়ে যখন, জীবগন বাবু হো,
হুস না থাকয়ে কদাচন।
হিতাহীত নাহি জ্ঞান থাকয়ে তাঁহার গো,
চঞ্চল থাকয়ে সর্বক্ষণ।
৬৯। অহিরে—জন্ম হয় সর্ব জীবে, কর্ম অনুসারে রে বাবু হো,
কর্মে ভোগ করে জীবগন।
কেহ জন্মে রাজ বংশে, কেহ দীন হয় হে,
কেহ কেহ হয় পুণ্যবান।
৭০। অহিরে-কালেতে বুদ্ধির নাশ, হয়েছে রাজার রে বাবু হো,
কালে হয় কুবুদ্ধি তাঁহার। (অর্জুন)
তারপর মুনি পাশে, করিয়া গমন হে
সব কথা করে নিবেদন ॥
৭১। অহিরে-তোমার নিকটে আছে, কাম ধেনু গাভী রে বাবু হো,
তাহা মোরে করহ প্রদান।
মনোমত ভিক্ষা যেবা, করয়ে প্রদান গো,
তার হয় সফল জীবন ॥

৭২। অহিরে--যোগবলে কত গাভী করিবে অর্জন রে বাবু হো,
সেই হেতু করি আবেদন।
ভিক্ষা মাগি তব পাশে অহে মুনিবর হে,
ভিক্ষা দানে না হও মলিন ॥

৭৩। অহিরে--শুনিয়া রাজার বাক্য ঋষিবর বাবু হো,
রক্ত বর্ণ হয় দুনয়ন।
কহিলেন দুরাত্মন, তুমি হে রাজন,
কর লোভ কিসের কারন ॥

৭৪। অহিরে--ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র কাছে, ভিক্ষা চাও বাবু হো,
দান চাওয়া উচিত না হয়।
হীন জনে, দীন জনে, চাহে ভীক্ষা দান হে,
এই কথা বিথানেতে কয় ॥

৭৫। অহিরে--গোলকেতে গাভী জন্মে, হরি অঙ্গে বাবু হো,
ব্রহ্মাকেতে দেয় দয়াময়। (নারায়ন)
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি দিলেন ভৃগুরে হে,
সেই গাভী দেয়ত আমায় ॥

৭৬। অহিরে—পালন করেছি গাভী, বহু কষ্টেরে বাবু হো,
কোন মুখে চাইছ রাজন।
অতিথি হয়েছ আজি, আমার সদনে হে,
নতুবা শাপ দিতাম এখন॥
৭৭। অহিরে—আমার বচন শুন, নরপতি বাবু হো,
চলিযাহ আপন ভবন।
পুত্রসম প্রজাগণে, করহ পালন হে,
যশ রবে এ তিন ভুবন॥
৭৮। অহিরে—শুনিয়া মুনির বানী, নৃপ পতি বাবু হো,
আজ্ঞা দেয় করিবারে রণ।
স্ববলে সুরভী ধেনু করহ হরণ হে,
বাধা দিলে করিব নিধন॥
—পাইয়া রাজার আজ্ঞা, সৈন্যগণ বাবু হো,
চলি যায় মুনির ভবন।
চোর নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী হে,
সেইরূপ রাজার জীবন॥
৮০। অহিরে—গাভীর নিকটে যায় যমদগ্নি মুনিরে বাবু হো,
নাহি ফুটে মুখের বচন।
অর্দ্ধভাষে কহে কথা মৃদু মৃদু স্বরে হে,
অবিরত করয়ে রোদন॥
৮১। অহিরে—জানি গাই বিবরণ ঋষি প্রতি কয় রে বাবু হো,
কেন মুনি করিছ ক্রন্দন।
স্ববলে লইতে পারে, নাহি হেন জন গো
বৃথা চিন্তা কর অকারণ।
৮২। অহিরে—পালন করেছ তুমি, মোরে বহু দিনরে বাবু হো,
কেবা মোরে করিবে হরণ।

যাহারে অর্পিবে তুমি, তাহার হইব হে,
জোরে (মোরে) না পাবে কখন ।
৮৩। অহিরে-এতবলি গাভী তখন ছাড়িল নিশ্বাস রে বাবু হো,
তাহাতে জন্মিল সৈন্যগণ ।
মুখ হইতে পুচ্ছ হইতে, বক্ষ হইতে জন্মে হে,
বহু সৈন্য করিল সৃজন ।
৮৪। অহিরে-অস্ত্র লইয়া জন্মে সবে গাভী সৈন্য বাবু হো,
নানা বিধ অস্ত্র সঙ্গে রয় ।
ভীষণ মুরতি দেখি, রাজ সৈন্যগণ গো,
ভয়ে দ্রুত পলাইয়া যায় ।
৮৫। অহিরে-রাজার নিকটে গিয়া সৈন্যগণ বলে রে বাবু হো
বহু যোদ্ধা আছে বর্তমান ।
তাঁদের সঙ্গেতে কেহ, যুদ্ধে নহে স্থির হে,
সেই হেতু করি পলায়ন ।
৮৬। অহিরে-বিস্মিত হইল রাজা, সৈন্য মুখে শুনি রে বাবু হো,
পরে দূত করয়ে প্রেরণ ।
দূত বলে শুন ঋষি, আমার বচন হে,
যুদ্ধে জয়ী না হবে কখন ।
৮৭। অহিরে-ক্ষত্র সঙ্গে যুদ্ধ করা নহেত, উচিৎ রে বাবু হো,
ইথে না হইবে কোন ফল ।
স্বইচ্ছায় দান কর, সুরভি এখন হে,
বিপ্র হইয়া না কর জঞ্জাল ।
৮৮। অহিরে-ক্রোধান্বিত হইয়া মুনি, দূত প্রতি কয়রে বাবু হো,
শুন দূত আমার বচন ।
জীবন থাকিতে আমি, গাভি নাহি দিব হে
এই মম স্বরূপ বচন ॥

৮৯। অহিরে-মম দূত হইয়া যাহ, রাজার সদন রে বাবু হো,
মম বাক্য বলিবে রাজাই।
শুনিয়া মুনির বানী, মহারাজ অর্জ্জুন,
সাজ বলি সৈন্য আজ্ঞা দেয়।

৯০। অহিরে--হয় হস্তি সৈন্য সাজে, রাজার আজ্ঞায় রে বাবু হো,
থর থর কাঁপে ধরাতল।
ঠমকে ঠমকে সেনা, চলে সারি সারি গো,
বাদ্যেতে করিল কোলাহল॥

৯১। অহিরে--ডঙ্কা বাজে ঢোল বাজে মৃদঙ্গ সকল রে বাবু হো,
ঝাঝরী আর বাজিছে সানই।
তালে তালে নাচে যত রাজ সৈন্যগন গো,
পীতাম্বর দেখি ভয় পাই॥

৯২। অহিরে--এদিকেতে মুনি সৈন্য রণস্থলে যায় রে বাবু হো,
সম্মুখীন হইল যখন।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ঘোরতর গো,
ঘোড়া হাতি মরে অগনন॥

৯৩। অহিরে রণভুমে রক্তনদী বহিতে লাগিল রে বাবু হো,
সেনামরে না যায় গনন।
পলাইল রাজ সেনা রণেভঙ্গ দিয়া হে,
অবশেষে থাকয়ে রাজন॥

৯৪। অহিরে--পশুকুল পক্ষীকুল ভয়েতে পালায় রে বাবু হো,
অন্ধকারে ছাইল গগন।
সেনার ভীষনরবে যত জীবকুল গো,
ছুটে তারা লইয়া জীবন।

৯৫। অহিরে--ঋষি সঙ্গে যুদ্ধ করে অর্জুন ধিমান রে বাবু হো,
যুদ্ধ করে উভয়ে সমান।

নানা বান ছাড়ে তারা শক্তি অনুসারে গো,
বানে কাটি করে নিবারণ ॥
৯৬। অহিরে-ব্রহ্মশক্তি দেখাইব তোরে আমি বিনাশিবরে বাবু হো
এত বলি করিল সন্ধান। (মুনি)
মুখেতে অনল জ্বলে উল্কা যেন ভূমি তলে
ছাড়ে সেই চোখো চোখো বান
৯৭। অহিরে-হুতাশন বানছাড়ে নরপতি বাবু হো,
ঋষি তারে করে নিবারণ।
শরাসনে বায়ু বান ছাড়েন রাজন হে,
আজি মুনি করিব নিধন ॥
৯৮। অহিরে-মুনি তারে কাটি পাড়ে গন্ধর্ব্ব বানেতেরে বাবু হো
তাথে যুদ্ধ হয় অনেক ক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হয় মুনির সহিত হে,
পরাজয় হয়ত অর্জুন ॥
৯৯। অহিরে- যুদ্ধে দুইবার রাজা হইল পরাজয় রে বাবু হো,
তিনবার যুদ্ধ হয় যখন।
শক্তি শেল বান মারে কার্ত্তবীর্য অর্জুন,
সেই বানে বধই জীবন
১০০। অহিরে-দেবতা প্রদত্ত বান সেই শক্তি শেল বাবু হো,
পড়ে বান বুকের উপর।
মুর্ছিত হইয়া মুনি পড়ে ভূমি তলে হে,
অচেতন ভূমির উপর ॥
১০১। অহিরে-হাহাকার করে সবে দেবগন বাবু হো,
মুনি সৈন্য করয়ে ক্রন্দন।
ভনে পীতাম্বর গায় মৃত্যুর সময় যার,
বিধির লেখা কে করে খণ্ডন ॥
১০২। অহিরে-হাম্বারবে কান্দে গাই রনস্থলে বাবু হো,
কেন বিধি কাঁদালে আমায়।
পালন করিল মুনি নিজ কন্যা মত গো,
পিতা বলে যানেহে সবাই ॥

১০৩। অহিরে এত বলি কান্দে গাই অধঃ মুখ করি রে বাবু হো,
মোর দোষে হারায় জীবন,
পৃথিবীতে না রাখিব এমন জীবন গো,
ধীক্ ধীক্ এপাপ পরান ॥
১০৪। অহিরে-ভাগ্য হীনা গাভী আমি. পৃথিবী ভীতরের বাবু হো,
নৈলে কেন হবে পরাজয়।
স্মরিলে পাষান বুক্ হয় বিদারণ গো,
মোরে ছাড়ি চলিলে কোথায় ॥
১০৫। অহিরে-এইরূপে কান্দে গাই, নানা মনে করি রে বাবু হো,
কাল বশে হারায় জীবন।
পীতাম্বর কহে বানী ধৈয্য ধর মা জননী,
মৃত্যুতারে লইল পরান ॥
১০৬। অহিরে-দিব্য মূর্ত্তি ধরি গাই গোলোকেতে যায় রে বাবু হো,
দেখি হরি আনন্দিত মন।
অধম পীতাম গায় জন্মস্থানে গাই যায়
বিষাদে হরস তার মন ॥
১০৭। অহিরে-পিতার মরন শুনি পরশুরাম রে বাবু হো,
আসি মুনি করে দরশন,
পিতার মরন দেখি করয়ে ক্রন্দন গো,
মাতা প্রতি বলয়ে বচন।
১০৮। অহিরে সতী গর্বে জন্মযদি হয়েছে আমার রে বাবু হো,
দোষী যদি মোর পিতা নয়।
নিক্ষত্রা করিব আমি বিংশএকবার গো,
অর্জুনে পাঠাব যমালয় ॥
১০৯। অহিরে-ধরাতে পুত্রেরে রাখি মুনি পত্নি বাবু হো,
পরলোকে করেন গমন,
স্বামী সহ গামী হয় অগ্নিকুণ্ড মাঝে হে,
নারী ধর্ম করেন পালন ॥
১১০। অহিরে--পিতা মাতা শ্রাদ্ধ করে, পরশুরাম বাবু হো,
পরে যায় ব্রহ্মার সদন,

ব্রহ্মা বলে না পারিব, পুত্রাতে বাসনা হে
কৈলাসেতে করহ গমন ॥
১১১। অহিরে-- কৈলাসে গমন করে মুনির নন্দন রে বাবু হো,
শিবদুর্গা করেন পূজন ।
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁরা বিষ্ণু মন্ত্র দেয় হে,
বাসে তারে পুত্রের সমান ॥
১১২। অহিরে- নানা অস্ত্র শিক্ষা করে, পরশুরাম বাবু হো,
পাশুপত নাগ পাস বান ।
তারপরে পরশুরাম আনন্দিত মনে গো,
আসিলেন আপন ভুবন ॥
১১৩। অহিরে- বন্ধুগন লইয়া রাম যুদ্ধে সাজে বাবু হো
যুদ্ধ ক্ষেত্রে করেন গমন ।
দূত মুখে শুনি রাজা কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন,
যুদ্ধ সাজে সাজয়ে তখন ॥
১১৪। অহিরে--সৈন্য সহ আসে রাজা, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাবু হো,
হয় হস্তি আসে অগনন ।
পরশুরাম যুদ্ধ করে অসীম সাহসে হে,
বানে বান করে নিবারণ ॥
১১৫। অহিরে- ক্ষত্র সঙ্গে যুদ্ধ হয় ব্রাহ্মণের বাবু হো,
যুদ্ধের তুলনা নাহি যায় ।
বন মধ্যে যুদ্ধ হয় মহা ঘোরতর গো,
ধূলায় ধূসর সর্বঠাঁয় ॥
১১৬। অহিরে- বহুদিন যুদ্ধ হয় রাজার সহিত রে বাবু হো,
তবু রাজার না হয় মরন ।
অবশেষে পরশুরাম, পাশুপত ছাড়ে বান,
সেই বানে পড়য়ে রাজন ॥
১১৭। অহিরে-- যুদ্ধতে পড়িল রাজা কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন রে বাবুহো,
ভূতলেতে লটাগড়ি যায় ।
অন্তকালে হরিপদ করিয়া স্মরন গো
অলক্ষিতে প্রান চলি যায় ॥
১১৮। অহিরে--কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা কিবা নারী বাবু হো
তন্ন করি বধিল সবার ( ক্ষত্রিয় )
গর্ভবতি নারী যত, নয়নেতে পড়ে গো,
একে একে করয়ে সংহার ॥

১১৯। অহিরে-- বধিল একুশবার ক্ষত্রয়ের বাবু হো,
ধরাতলে ক্ষত্রবংশ নাই।
গোপনে রহিল কিছু ব্রাহ্মণের বেশে গো,
ভয়ে তারা ব্রাহ্মণ বলাই ॥
১২০। অহিরে-- প্রতিজ্ঞা সফল করি পরশুরাম বাবু হো,
আনন্দেতে করে বিচরন।
কৈলাসে গমন করে সাক্ষাৎ করিতে গো,
মনে মনে করয়ে স্মরণ ॥
১২১ অহিরে— উপনীত হৈল রাম কৈলাস ভুবনের বাবু হো,
যায় সেই পুরীর ভিতর।
যাইতে না দেয় তারে, কার্ত্তিক গণেশ হে,
বলে তারা কথা তব ঘর ॥
১২২ অহিরে— শিবের প্রধান শিষ্য আমি হয় বাবু হো,
সেই হেতু যাইব তথায়।
নাম পরশুরাম হয়, ভৃগুকুলে জন্ম হে,
দেখা করি পিতা ও মাতায় ॥
১২৩। অহিরে— বারে বারে বাধা দেয়, গণেশ রে বাবু হো,
সাজে সেই করিবারে রণ।
যুদ্ধে দন্ত ভাঙ্গি দেয় মুনির নন্দন গো,
একদন্ত করে উৎপাটন ॥
১২৪। অহিরে-- সে কারণে একদন্ত গণেশের বাবু হো,
সেই কথা কয় নারায়ণ।
শ্রবন করয়ে সেই, ব্রহ্মার নন্দন গো।
সংক্ষেপেতে করয়ে বর্ণন।
১২৫। অহিরে-- যে স্থানেতে রয় এই, পুস্ত করে বাবু হো,
কিংবা সেই করয়ে পঠন।
পাপ তাপ, শোক, দুঃখ, সব হয় ক্ষয় গো,
নাহি হয় অকালে মরণ ॥
১২৬। অহিরে-- কপিলার পূর্ব কর্ম, হইল রে বাবু হো,
কর সবে আনন্দে শ্রবন।
পীতাম্বর ভনে কয়, পালা সমাপন হয়,
হরি হরি বল সর্বজন।

॥ সমাপ্ত ॥

## নিবেদন

আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে "কাম ধেনু সেই কপিলার" ইঁহারা সময় ও স্থান বিশেষে নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হরি অঙ্গ হইতে কামধেনুর জন্ম পরে তারই অংশ হইতে প্রসূতির গর্ভে কপিলার জন্ম হয় এবং তার পিতা হয় দক্ষরাজ। কপিলার গর্ভে গোমহিষাদির জন্ম হয় ও জগতে বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া জন্ম দগ্নি মুনি বধ, পরশুরামের ধরণীতে ২১বার নিক্ষত্রা করিবার প্রতিজ্ঞা কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন বধ, এবং গনেশের একদন্ত হইবার কারণ ও কপিলার পূর্ব জন্মের কর্ম কপিলার জন্ম ইত্যাদি অহিরার মাধ্যমে প্রকাশ করিলাম ভুল হইলে মাপ করিবেন। (বেদানুসারে)

ইতি—

আপনাদের পরিচিত

শ্রীপীতাম্বর মাহাত

সাং নারায়নপুর (বাগানডি)

৮ই আশ্বিন ১৩৮৫

---

গত ১৩৮৪ সালে শ্রী বৎস রাজার উপাখ্যান রচনা করেছিলাম এবং এই বৎসর কপিলার জন্মখণ্ড ও কপিলার পূর্ব জন্ম রচনা করিলাম ১৩৮৫।

পীতাম্বর মাহাত

সরস্বতী লক্ষ্মী আসে, ... কৈলাস ভুবন।
কার্ত্তিক গনেশের সঙ্গে ... করে দরশন।
ভায়ের প্রতি ফোটা দেয় ... ভাতৃ দ্বিতীয়ায়।
দেখিয়া গনেশ পুত্র ... ভাতৃ ফোটা চায়।
গনেশের কন্যা নাই ... বোন কোথা পায়।
ফোটা লয়ে কাঁদে পুত্র ... বসিয়া ধরায়।
পুত্রের ক্রন্দন দেখি .. লক্ষ্মী সরস্বতী।
একত্র হইয়া ডাকে ... মহামায়ার প্রতি।
ঐ শক্তি হইতে জন্মে ... শ্রীসন্তোষী মাতা।
নাম সন্তোষী হয় ... গনেশ দুহিতা।
ফোটা লয়ে তুষ্ট হয় ... গনেশের ছেলে।
সন্তোষীর জন্ম কথা ... পীতাম্বর বলে।
প্রতি শুক্রবারে যেই ... সন্তোষী পূজিবে।
কলিতে অভাব তার ... কিছুই না রহিবে।
কর্ম হীনে কর্ম পায় ... জ্ঞান হীনে জ্ঞান।
পুত্র হীনে পুত্র পায় ... নির্ধনেতে ধন।
পতির বিরহে যদি, নারী শোক পায়।
দেবীর দয়ায়-তাহা, মিলন ঘটায়।
ছোলা আর গুড় হৈল পূজার উপাচার।
না খাইবে মাছ মাংস টক, প্রতি শুক্রবার।
আতপ চাউল পুষ্প দিয়ে, পূজা কর মা কে।
মনের ধাঁধা মিটে যাবে (যদি) সন্দেহ না থাকে।
নাই জীব নাই উৎসব শুধু চোখের জল।
মনের দুঃখ দূর করিবে হইবে উজ্বল।

(পীতাম্বর মাহাত)